কলকাতা উচ্চ আদালত
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার

উপস্থিতঃ
বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত

২০২২ সালের সি. আর. আর. ৩৯৫
তরুণ কুমার পাল
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

শ্রী হিমাংশু দে, বরিষ্ঠ উকিল

শ্রী নভানিল দে

শ্রী শ্রীঞ্জন ঘোষ

শ্রী রাজেশ্বর চক্রবর্তী

শ্রী শুভ্রজিত দে

শ্রীমতী মোনামি মুখার্জি

..... আবেদনকারীর পক্ষে

শ্রী রণবীর রায় চৌধুরী

শ্রী মৈনাক গুপ্ত

..... রাজ্যের জন্য

শুনানি - ২২.১১.২০২৩

বিচার - ২৯.১১.২০২৩

<u>অজয় কুমার গুপ্ত, বিচারপতিঃ-</u> এটি ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার সাথে পঠিত ৪০১ ধারার অধীনে দাখিল করা একটি আবেদন, যা ১৫.০৩.২০২১ তারিখের মল্লারপুর থানা মামলা নং ৪৯-এর সাথে সম্পর্কিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪০৬, ৪০৯ এবং ৩৪ ধারার অধীনে মামলা বাতিল করার জন্য দাখিল করা হয়েছে। এর ফলে বীরভূমের রামপুরহাটের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জি.আর. মামলা নং ৩৩১/২০২১ বিচারাধীন রয়েছে।

আবেদনকারীর সুনির্দিষ্ট মামলা হল যে তিনি ২০১৮ সাল থেকে বারাতুরিগ্রাম গ্রাম-পঞ্চায়েত, ময়ূরেশ্বর-১ উন্নয়ন ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি-অফিসের অধীনে একজন গ্রাম-স্তরের উদ্যোক্তা (VLE) হিসেবে কাজ করছেন। তিনি নির্দোষ এবং তার সম্পৃক্ততা ছাড়াই, ময়ূরেশ্বর-১, জেলা-বীরভূম, ১৫.০৩.২০২১ তারিখে ময়ূরেশ্বর-১ এর অধীনে বারাতুরিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কর্তৃক দাখিল করা তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বারাতুরিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নব কুমার লেত এবং তরুণ কুমার পাল/বর্তমান আবেদনকারী (VLE) এর বিরুদ্ধে আবাস যোজনা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তহবিল স্থানান্তর সংক্রান্ত একটি অসঙ্গতিতে জড়িত থাকার বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে, বারাতুরিগ্রামের সদস্য নব কুমার লেট-এর বিরুদ্ধে আইপিসির ৪২০,৪০৬,৪০৯ এবং ৩৪ ধারায় মাল্লারপুর পিএস মামলা নং ৪৯/২০২১ তারিখ ১৫.০৩.২০২১ নথিভুক্ত করা হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং তরুণ কুমার পাল/বর্তমান আবেদনকারী (ভি. এল. ই)।

আবেদনকারীর ভূমিকা হল শুধুমাত্র জিওট্যাগিং যা হল বিভিন্ন মাধ্যমে ভৌগোলিক সনাক্তকরণ মেটাডেটা যোগ করার প্রক্রিয়া যেমন একটি ইওট্যাগিং ছবি বা ভিডিও, ওয়েবসাইট, এস. এম. এস বার্তা, কিউ. আর কোড বা আরএসএস ফিড করে এবং এটি ভূস্থানিক মেটাডাটার একটি রূপ।

বর্তমান আবেদনকারী জিওট্যাগিংয়ের জন্য চলমান নির্মাণের ছবি তুলেছিলেন। দরিদ্র মানুষের জন্য ঘর নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক চালু করা আবাস যোজনা প্রকল্প। সুবিধাভোগীরা সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা এবং প্রাসঙ্গিক নথিপত্র উপস্থাপনের পরে আবাস যোজনা প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছিলেন। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (সংক্ষেপে বিডিও) দ্বারা বিশেষভাবে যাচাইকৃত সুবিধাভোগীদের নথিপত্র সহ আবেদনপত্রগুলি এবং সুবিধাভোগীদের নাম নিশ্চিত করা হয়েছিল, যারা আসলে এই ধরণের প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বিডিও) থেকে এই নিশ্চিতকরণ পাওয়ার পরে, সুবিধাভোগীদের সেই বিবরণগুলি আবার যাচাই করা হয়েছিল এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছিল। এরপর, বিডিও প্রথম কিস্তি হিসেবে মোট ১,২০,০০০/- টাকার মধ্যে ৬০,০০০/- টাকা সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে তহবিল বিতরণ করেছিলেন।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ বরিষ্ঠ অ্যাটর্নি দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল যে, উক্ত পরিমাণ প্রাপ্তির পরে, সুবিধাভোগীরা প্রকল্প অনুসারে লিন্টন পর্যন্ত তাদের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন এবং তারপরে তারা তাদের আবেদনপত্র এবং তাদের বাড়ির সামনে তোলা ছবি সহ অবশিষ্ট পরিমাণ ৬০,০০০/- এর মধ্যে ৫০,০০০/- টাকা দিয়ে তাদের দ্বিতীয় কিস্তির জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কথিত দ্বিতীয় কিস্তিটি চুরি করা হয়েছিল বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নব কুমার লেট দ্বারা অপব্যবহার করা হয়েছে

প্রকৃত সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে তার নিকটবর্তী আত্মীয়দের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তর করে।

উক্ত সত্যটি নব কুমার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনাক্ত হওয়ার পরে স্বীকার করেছিলেন এবং প্রধানের কাছে তার দোষ স্বীকার করেছিলেন এবং টাকা ৪,৪০,০০০ প্রদান করেছিলেন-এবং বাকি ২০,০০০/- সাত দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

উল্লিখিত তথ্য সত্ত্বেও, মামলাটি নথিভুক্ত হওয়ার পর থেকে নব কুমার লেটকে এখনও পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। তবে, আবেদনকারী নির্দোষ এবং তিনি কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে তহবিলের প্রথম কিস্তি পাওয়ার পরে সুবিধাভোগীদের দ্বারা নির্মিত বাড়িগুলির একটি ছবি তুলেছিলেন। নব কুমার লেটের আত্মীয়দের বিভিন্ন নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত তহবিল আত্মসাৎ বা অপব্যবহারের সাথে তিনি কোনওভাবেই জড়িত ছিলেন না। তিনি কোনওভাবেই তাৎক্ষণিক মামলার সাথে জড়িত নন কারণ তাকে কখনও কোনও মূল্যবান সম্পত্তি বা তহবিল অর্পণ করা হয়নি। এটি এফআইআর এবং চার্জশিট থেকে নিশ্চিত করা যেতে পারে। এফআইআর এবং চার্জশিটে কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, কেবলমাত্র বর্তমান আবেদনকারীকে তার জড়িত না করে হয়রানি করার জন্য। তদুপরি, বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্পষ্ট, অস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ সন্দেহের ভিত্তিতে এবং আইনত এটি সমর্থন যোগ্য হতে পারে না। অতএব, মামলার বিরুদ্ধে কার্যক্রম

বর্তমান আবেদনকারীর আবেদন বাতিল করা যেতে পারে, অন্যথায় এটি আইনের প্রক্রিয়ার চরম অপব্যবহার এবং আবেদনকারীর প্রতি চরম পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ হবে। আবেদনকারীর পক্ষে লিখিত যুক্তিও দাখিল করা হয়েছে।

বিপরীতে, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী কেস ডায়েরি উপস্থাপন করেন এবং দাখিল করেন যে শুধুমাত্র তার জড়িত থাকার সন্দেহের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। তদন্তের সময়, সাক্ষীরা সন্দেহজনক পরিস্থিতির ভিত্তিতে তার জড়িত থাকার কথা বলেছেন। সেই অনুযায়ী, এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা চার্জশিট দাখিল করেছেন এবং বিচারিক আদালত কর্তৃক আমলে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান আবেদনকারীর নির্দোষ বলে দাবি বিচারের বিষয়। অতএব আবেদনটি খারিজ করা উচিত।

পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং মামলার ডায়েরি পর্যালোচনা করেছি, যার মধ্যে এফআইআর, চার্জশিট এবং সিআরপিসির ধারা ১৬১ এর অধীনে রেকর্ড করা জবানবন্দি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমান মামলায় যেখানেই বর্তমান আবেদনকারীর ভূমিকা সন্দেহজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এফআইআর বা চার্জশিটে কোনও নির্দিষ্ট ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এটা খুবই স্পষ্ট যে আবাস যোজনা প্রকল্প অনুসারে, ১,২০,০০০ টাকার মধ্যে ৬০,০০০ টাকার প্রথম কিস্তি সুবিধাভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং উক্ত অর্থ গ্রহণের পর সুবিধাভোগীরা লিন্টন পর্যন্ত তাদের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন এবং তারপরে প্রকল্প অনুসারে তারা আবার অবশিষ্ট ৬০,০০০ টাকার মধ্যে ৫০,০০০ টাকার দ্বিতীয় কিস্তির জন্য আবেদন করেছিলেন

এবং তাদের ছবি, যা তাদের বাড়ির সামনে তোলা হয়েছিল। একই সময়ে, বর্তমান আবেদনকারী (ভিএলই) কেবল এই ধরনের অসম্পূর্ণ নির্মাণের ছবি তুলেছিলেন এবং একটি কেন্দ্রীভূত সফ্টওয়্যারে তাদের বাড়ির অবস্থান ট্যাগ করেছিলেন যাতে দেখা যায় যে অর্থটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। ভিএলই তাদের বর্তমান বাড়ির অবস্থান ছাড়া অন্য কোনও ভূমিকা পালন করে না। অন্য অভিযুক্ত নব কুমার লেটের সুবিধাভোগী বা আত্মীয়দের অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে তার কোনও ভূমিকা নেই।

উপরন্তু, নব কুমার লেট নিজে এগিয়ে এসে প্রধানের কাছে লিখিতভাবে তার দোষ স্বীকার করেন এবং চুরি করা অর্থের মধ্যে থেকে ২ লক্ষ টাকা জমা দেন এবং বাকি ২০ হাজার টাকা সাত দিনের মধ্যে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তাই, আমি বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তহবিলের অপব্যবহার বা আস্থা ভঙ্গ বা তহবিলের অপব্যবহারের কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ খুঁজে পাই না, যা ব্লক উন্নয়ন অফিসার তার ১ নম্বর তারিখের অভিযোগে করেছেন। অভিযুক্ত/আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কোনও উপাদান পূরণ করা হয়নি অপরাধ।

তদনুসারে, এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি সম্পূর্ণরূপে সন্দেহের ভিত্তিতে, যা এফআইআর এবং চার্জশিটে প্রদর্শিত হয়েছে। নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই আমলযোগ্য অপরাধের অভিযোগ আনা মামলা অথবা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তথ্য প্রকাশ করা চালিয়ে যাওয়া যাবে না।

অবশ্যই সরাসরি অভিযোগ এবং/অথবা কথিত অপরাধে উপাদান বা জড়িত থাকতে হবে তবে এটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুধুমাত্র সন্দেহ বা সন্দেহের ভিত্তি।

আমরা এই মুহূর্তে **হরিয়ানা রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম ভজনলাল ও অন্যান্যদের**[১] ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ঘোষিত সুপ্রতিষ্ঠিত আইনটি ভুলে যেতে পারি না, যা বিবেচনার জন্য মৌলিক বিষয়গুলি নির্ধারণ করেছে যার ভিত্তিতে কোনও আদালতে আইন অনুসারে অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে। আদালত বর্ণনা করেছে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে এই আদালতের অসাধারণ ক্ষমতা কখন সমর্থন করা যেতে পারে। এর প্রাসঙ্গিক অংশটি উপকারীভাবে নীচে উদ্ধৃত করা হবেঃ-

"১০২. এই আদালত চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে ফৌজদারি দণ্ডবিধির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার পটভূমিতে এবং ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি দিয়েছে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় আদালতের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।ন্যায়বিচার। সুতরাং, এই আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে স্থাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে

---

[১]"১৯৯২ SUPP. (১) সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৩৩৫

যে কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্ত চ্যানেলযুক্ত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র এবং অগণিত ধরণের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেসব ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিতঃ (এস. সি. সি. পিপি. ৩৭৮-৭৯, অনুচ্ছেদ ১০২)

(১) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা এর বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না অভিযুক্ত।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফ. আই. আর-এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, সেখানে আইনের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে আইন ।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ প্রকাশ করে না যে কোনও অপরাধ করা এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা।

(৪) যেখানে এফআইআর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য গঠন করে না অপরাধ কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-স্বীকৃত অপরাধ গঠন করে, কোন তদন্ত হয় না

ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়াই একজন পুলিশ অফিসার দ্বারা অনুমোদিত অধিনিয়মের ১৫৫ (২) ধারার অধীনে বিবেচনা করা হয়েছে।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে না যে অগ্রসর হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে।

(৬) যেখানে সংশ্লিষ্ট কোড বা আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠান এবং কার্যধারা অব্যাহত রাখতে এবং/অথবা যেখানে সংশ্লিষ্ট কোড বা আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, সেখানে সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করা।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থিত করা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয় ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে।"

এই আদালত কর্তৃক করা উপরোক্ত আলোচনার শক্তি এবং উপরে উদ্ধৃত রায়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট যে এই মামলার উপরোক্ত কার্যধারা বাতিল করার যোগ্যতা রয়েছে।

তদনুসারে, **২০২২ সালের সিআরআর ৩৯৫** হিসাবে পুনর্বিবেচনার আবেদনটি এতদ্বারা অনুমোদিত এবং এইভাবে, হিসাবে কোনও আদেশ ছাড়াই নিষ্পত্তি করা হয়েছে খরচের মাধ্যমে ।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০,৪০৬,৪০৯,৩৪ ধারার অধীনে মাল্লারপুর থানা মামলা নং ৪৯-এর সাথে সম্পর্কিত কার্যধারাটি জি. আর. মামলা নং ৩৩১/২০২১-এর জন্ম দেয় যা রামপুরহাট, বীরভূমের বিদ্বান অতিরিক্ত মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে, তরুণ কুমার পাল এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর কাছে সি.ডি. ফেরত দেওয়া হবে।

বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই আদেশ অবিলম্বে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে অবহিত করার জন্য।

সমস্ত পক্ষ এই রায়ের সার্ভার অনুলিপিতে যথাযথভাবে কাজ করবে এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।

এই আদেশের জরুরি প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলির জন্য শিক্ষিত উকিলদের দেওয়া হবে।

(বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal